Course Module

SEMESTER-IV

Course : History Programme
Paper : CC-IV (Unit-3)
Teacher : Nilendu Biswas

Topic : The Reign of Terror and Directory Rule

❖ **ফ্রান্সে সন্ত্রাসের শাসনের উদ্ভব ঃ** বিপ্লবী ফ্রান্সের ইতিহাসে সেপ্টেম্বর হত্যাকান্ড যত না কুখ্যাত হয়ে আছে, তার থেকেও অধিক মাত্রায় কুখ্যাতি অর্জন করেছে সন্ত্রাসের শাসন । বস্তুত ন্যাশনাল কনভেনশনের শাসনকালে ফ্রান্স ১৭৯৩ সালের জুন থেকে ১৭৯৪ সালের জুলাই পর্যন্ত এক অভূতপূর্ব ও কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারী হিংসাত্মক শাসন প্রত্যক্ষ করে ছিল । প্রায় ১৩ মাস ব্যাপী বিপ্লব পরবর্তী ফ্রান্স যে কঠোর, স্বৈরাচারী ও হিংস্র শাসন প্রত্যক্ষ করেছিল, তার অন্যতম রূপকার ছিলেন রোবসপীয়ার (**Maximilien Robespierre, 1758-1794**) । রোবসপীয়ারের হাত দিয়ে পরিচালিত এই হিংস্র শাসন ফ্রান্সের ইতিহাসে 'সন্ত্রাসের শাসন' (Reign of Terror) নামে কুখ্যাতি অর্জন করেছে ।

দক্ষ আইনজীবী রোবসপীয়ার ছিলেন দার্শনিক রুশোর আদর্শে প্রভাবিত এবং দি অ্যালেমবার্টের ছাত্র, সুবক্তা হিসাবেও তাঁর সুনাম ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সন্ন্যাসীসুলভ সততা ও ন্যায় নীতিতে বিশ্বাসী । গ্রিক দার্শনিকদের প্রভাব তার উপর পড়েছিল । জনগণের সার্বভৌমিকতা, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার তিনি ছিলেন প্রবক্তা। এহেন সহজ সরল মানুষটি কীভাবে সন্ত্রাসের শাসনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন তা ইতিহাসের এক আর্শ্চজনক ঘটনা । মতিয়ে তাকে 'বিপ্লবী ফ্রান্সের মূর্ত-বিগ্রহ' বলে আখ্যায়িত করেছেন । সন্ত্রাসের শাসন পরিচালনার প্রশ্নে রোবসপীয়ার বেশ কিছু সাংগঠনিক কাঠামোর সাহায্য নিয়েছিলেন । তিনি নিজেই এক সময় বলে ছিলেন, 'একটি ইচ্ছা একটি অখন্ড ইচ্ছার দ্বারা সমর্থিত না হলে জাতির ঐক্য ও অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব নয় । রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের স্বৈরাচারই কার্যকরী প্রতিরোধ খাড়া করতে পারে।' তাই বিপ্লবী বিচারালয়কে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন ।

রোবসপীয়ার নিজ মতের বিরোধিতা কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না, যে কারণে তিনি জননিরাপত্তা কমিটি, সাধারণ নিরাপত্তা কমিটি, ভ্রাম্যমান কমিশনকে সন্ত্রাসের শাসনের অঙ্গ করে তোলেন । বস্তুত বিপ্লবী বিচারালয়ের মাধ্যমে রোবসপীয়ার দেশদ্রোহী ও বিপ্লব বিরোধীদের অপরাধ দ্রুত বিচার করে কঠোর শাস্তি প্রদান করতে চেয়েছিলেন । এই আদালতের বিরুদ্ধে আপিল করার কোন সুযোগ ছিল না । অর্থাৎ রাজনৈতিক বিরোধীদের দমন করার অন্যতম হাতিয়ার ছিল এই বিপ্লবী বিচারালয় । এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 'সন্দেহের আইন' (Law of suspect, september 1793) নামে নতুন এক আইনের প্রবর্তন, যেখানে বলা হয় নিছক সন্দেহের কারণেও কাউকে এই বিচারালয়ে হাজির করা যাবে । বিচারের নামে কাউকে এই বিচারালয়ে আনা মানেই তাঁর শাস্তি ছিল মৃত্যুদন্ড ।

তিনটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সন্ত্রাসের শাসনকে কার্যকরী করে তোলা হয় । এগুলি ছিল ক) রাজনৈতিক বিরোধীদের শাস্তি প্রদান, খ) অর্থনৈতিক সন্ত্রাস ও গ) ধর্মীয় সন্ত্রাস । রাজনৈতিক বিরোধী বলতে রাজতন্ত্রের সমর্থক রাজপরিবারের লোকজন এবং জিরন্ডিনদের দমন করা । আগস্ট-সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসের শাসন অত্যন্ত কঠোর রূপ ধারণ করে । সন্ত্রাসের বলি হিসাবে এই সময়েই রাজা ষোড়শ লুই ও রাণী মেরী আঁতোয়ানেৎ সহ রাজপরিবারের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গিলোটিনে হত্যা করা হয় । 'সন্দেহের আইন' অনুসারে অক্টোবর-নভেম্বরে প্রায় ৪ লক্ষ মানুষকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল যাদের অর্ধেকের কপালে জুটেছিল প্রাণদন্ড । কেবল প্যারিস শহরেই ২৬৩৯ জনকে প্রাণদন্ড দেওয়া হয়েছিল । প্যারিসের বাইরে অন্যান্য শহর গুলিতে ৪০ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল ।

❖ **ফ্রান্সে ডিরেক্টরীর শাসনকাল ঃ** ডিরেক্টরী শাসন প্রথম থেকে সাংগাঠনিক ভাবে দুর্বল ছিল । প্রথম পাঁচজন ডিরেক্টর ছিলেন বারাস, লা-র্যাভেলিয়ে, লাতুর্নিয়ে, রিউবেল ও কারনো। এদের মধ্যে বারাস, লা-র্যাভেলিয়ে ও রিউবেল ছিলেন বিপ্লববাদী, যারা যাজকতন্ত্র ও অভিজাতদের ক্ষমতা খর্ব করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন । বিদেশী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে এরা যুক্ত প্রদর্শন করেছিলেন । কিন্তু অপর দুইজন ডিরেক্টর লাতুর্নিয়ে ও কারনো মনে প্রাণে ছিলেন সংবিধানপন্থী । সাংবিধানিক শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং প্রয়োজনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকেও এরা মেনে নিতে রাজি ছিলেন । বলাবাহুল্য, এরফলে ডিরেক্টরীর শাসন অত্যন্ত ভঙ্গুর ও দোদুল্যমান অবস্থার মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হতে থাকে ।

তবে অর্থনৈতিক সংকট ডিরেক্টরীর শাসনকে অত্যন্ত বিব্রত করেছিল । অবাধ অর্থনীতির প্রচলনের ফেল দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি পায় । নতুন ধাতব মুদ্রা চালু করেও সংকট দূর করা যায়নি । সোনা রূপার মূল্যও হ্রাস পেতে থাকে । তাই বিদেশী যুদ্ধে জয়লাভের পর

আদায়িকৃত অর্থ থেকে রাজকোষ কোন রকমে ব্যয় নির্বাহ করতে থাকে । সামাজিক ক্ষেত্রে এর ফল হয়েছিল মারাত্মক । সাধারণ মানুষ অত্যন্ত দুর্দশায় পড়ে । এই সুযোগে জ্যাকোবিনপন্থী এবং রাজতন্ত্রের সমর্থকেরা ডিরেক্টরীর বিরুদ্ধে আক্রমণের পরিকল্পনা করে । এই রকম এক বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা ছিলেন বেবীউফ । বেবীউফ ছিলেন 'সোসাইটি অব দি প্যানথিয়ান' নাম একটি বিপ্লবী সংগঠনের সদস্য । এছাড়াও তিনি 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন । তিনি মনে করতেন ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ করা না গেলে সামাজিক ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় । তাই তিনি উৎপাদন ও উৎপাদিত সামগ্রীর উপর যৌথ মালিকানা দাবী করেন ।

বৈদেশিক ক্ষেত্রেও ডিরেক্টরী শাসনতন্ত্রকে বিপাকে পড়তে হয়েছিল । এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় ছিল অষ্ট্রিয়া, পিডমন্ট ইংল্যান্ড ও জার্মান রাজ্যগুলি । তবে ডিরেক্টরীর আগ্রাসী যুদ্ধনীতির কারণে ফ্রান্সের সীমান্ত থেকে বিদেশী সেনাকে হটিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল । কিন্তু অষ্ট্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণে আনা বিশেষ জরুরি ছিল । এক্ষেত্রে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন । তিনি এখানেই থেমে থাকেননি, অপূর্ব দক্ষতায় উত্তর ইতালির রাজ্যগুলি দখল করতে থাকেন । নেপোলিয়নের যুদ্ধজয়ী আকাঙ্খা এতই বৃদ্ধি পায় যে তিনি পোপের রাজ্যও আক্রমণ করেন । পোপ ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ নেপোলিয়নকে প্রদান করেন । নেপোলিয়নের আক্রমণের তীব্রতায় অষ্ট্রিয়ার সম্রাট 'ক্যাম্পোফোর্মিওর চুক্তি' স্বাক্ষর করেন (১৭৯৭ খ্রিঃ)। ঐতিহাসিক হ্যাসাল এই প্রেক্ষিতে মন্তব্য করেছেন, 'যদি ফরাসি বিপ্লব ইউরোপকে পথ দেখিয়ে থাকে, তাহলে বোনাপার্টের মধ্যে ফ্রান্স নিজেই তার পথপ্রদর্শক খুঁজে পেয়েছিল' ।

ইতিহাস দেখিয়েছে, ডিরেক্টরী শাসনের শেষ পর্যায় কিন্তু নেপোলিয়নের হাত দিয়েই পরিচালিত হয়েছিল এবং ডিরেক্টরী শাসনের স্থায়িত্ব নেপোলিয়নের দক্ষতার উপরেই নির্ভরশীল ছিল । ডিরেক্টরীর শেষ শত্রু ইংল্যান্ডকে জব্দ করার জন্য কৌশলী নেপোলিয়ন মিশর আক্রমণে তৎপর হন। এই কাজে ডিরেক্টরদের অনুমোদনও আদায় করে নেন । কিন্তু প্রাথমিক সাফল্যের পর ফরাসি বাহিনী ক্রমে পিছু হঠতে থাকে। মাল্টা ও আলেকজান্দ্রিয়া দখল এবং পিরামিডের যুদ্ধে নেপোলিয়ন জয়লাভ করলেও ১৭৯৯ খ্রিঃ নীলনদের যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাপতি নেলসনের নিকট ফরাসি বাহিনী বিধ্বস্ত হয় । নবনির্বাচিত ডিরেক্টররা ছিলেন অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ হওয়ায় তাদের স্ববিরোধিতা ও অর্ন্তবিরোধকে কাজে লাগাতে নেপোলিয়ন তাঁর প্রাচ্যনীতি পরিত্যাগ করে দেশে ফিরে আসেন । অ্যাবি সিয়াসের সহযোগিতায় নেপোলিয়ন ১৭৯৯ খ্রিঃ ৯ই নভেম্বর এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ডিরেক্টরী শাসনের অবসান ঘটান এবং তাঁর নেতৃত্বে 'কনশুলেটের শাসন' প্রবর্তন করেন ।

----------0----------

Model Question (Marks - 5)

১) ফ্রান্সে সন্ত্রাসের শাসনের উদ্ভব কেন হয়েছিল ?

২) তোমার মতে ফ্রান্সে ডিরেক্টরীর শাসনকাল সর্বক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছিল ?